পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

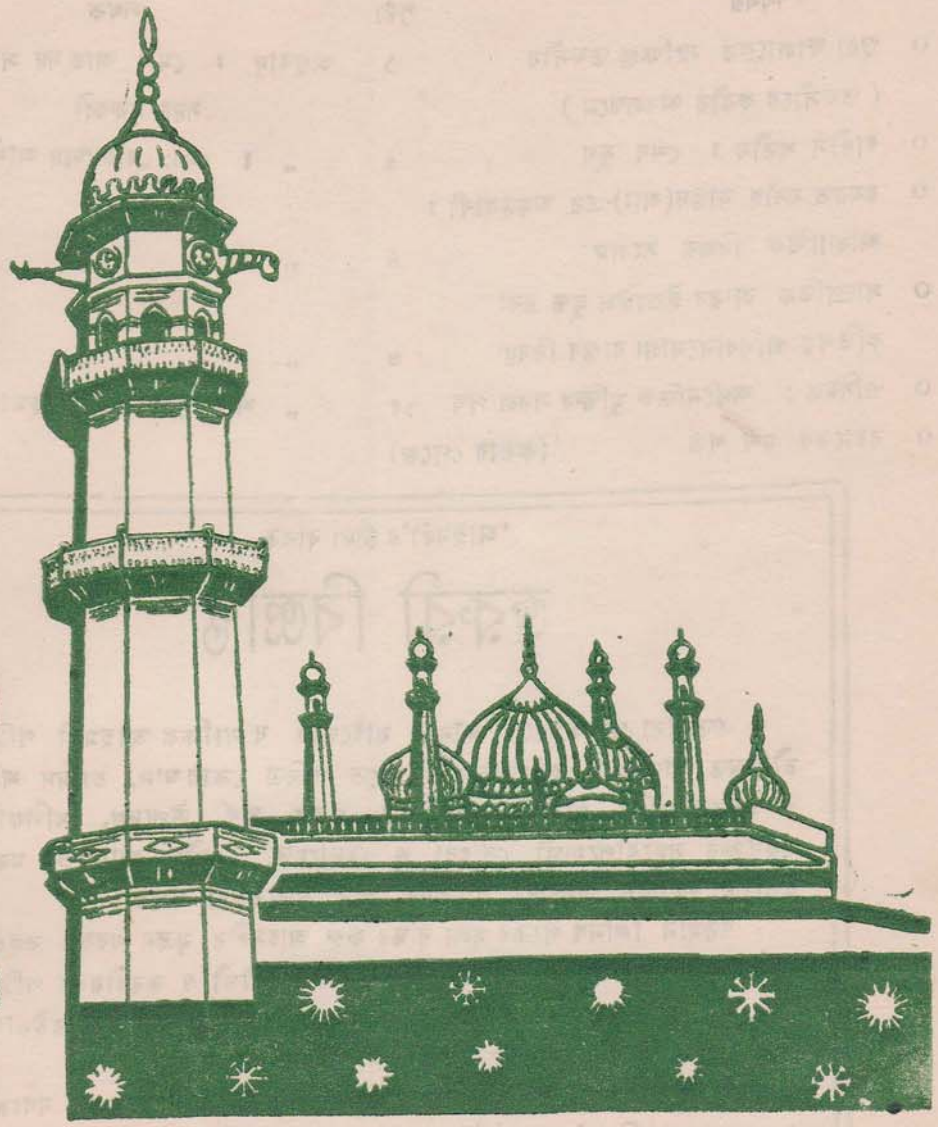

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা

১৫ই অগ্রহায়ন, ১৩৮০ বাং : ৩০শে, নভেম্বর, ১৯৭৩, ইং : ৪ঠা, যিলকাদ, ১৩৯৩ হিজরী কামরী

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচপত্র

পাক্ষিক
আহমদী

২৭শ বর্ষ
১৩ম সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সুরা ফালাকের সংক্ষিপ্ত তফসীর (তফসীরে কবীর অবলম্বনে)	১	অনুবাদ : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী
০ হাদীস শরীফ : শেষ যুগ	৩	" : মোঃ মোহাম্মাদ আমীর, বাঃ আঃ আঃ
০ হযরত মসীহ মাউদ(আঃ)-এর অমৃতবাণী : আধ্যাত্মিক বিজয় সংবাদ	৪	" " " "
০ সাম্প্রতিক আরব ইস্রাঈল যুদ্ধ এবং কতিপয় প্রণিধানযোগ্য বাস্তব বিষয়	৬	" " " "
০ ওসিয়ত : অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ	১৫	" শাহ মুস্তাফিজুর রহমান, এম, এ
০ বয়াতের দশ শর্ত	(কভার পেজে)	

'আহমদী'র চাঁদা বাবত

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গ্রাহকগণকে জানান যাইতেছে যে পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা রীতিমত প্রকাশিত হইতেছে। উহাতে পবিত্র কোরআন, হাদিস শরীফ ও হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর গুরুত্ব পূর্ণ উপদেশ, খলিফায়ে-ওয়াক্তের সময়োপযোগী খোৎবা ও হেদায়েত, ধর্মীয় জ্ঞানগর্ভ মজমুন ইত্যাদি মূল্যবান বিষয়াদী রীতিমত প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য আহমদীর মুদ্রন খরচও বহুগুনে বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। যেহেতু ইহা একটি তবলীগী ও তরবীয়তী পত্রিকা, সেই জন্য বাৎসরিক ১০'০০ টাকা কনসেশন রেইটে চাঁদা ধার্য করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও অনেকের চাঁদা পাওয়া যায় নাই।

অতএব গ্রাহক ভ্রাতা ও ভগ্নিদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, যথাশীঘ্র আপনাদের বাৎসরিক চাঁদা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে যাঁহাদের চাঁদা পাওয়া যাইবে না, তাঁহাদের নামে আর পত্রিকা পাঠান সম্ভব হইবে না।

গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে আপন আপন চাঁদা অত্র অফিসে পাঠাইয়া পত্রিকা জারি রাখিবেন। —ইতি

ম্যানেজার
পাক্ষিক আহমদী।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ১৩শ সংখ্যা :
১৫ই অগ্রহায়ন, ১৩৮০ বাং : ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭৩ ইং : ৩০শে নবুওত, ১৩৫২ হিজরী শামসী :

সুরা ফালাক

॥ সংক্ষিপ্ত তফসীর ॥

'হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) প্রণীত তফসীরে-কবীর অবলম্বনে'

অনুবাদ : **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

(পূর্বপ্রকাশিতের পর—৪)

فلق (ফালাক)-এর তৃতীয় অর্থ জাহান্নাম। আল্লাহতায়ালা বলেন যে, তাঁহার খাঁটি বান্দাগণ দুনিয়াতেও জান্নাত লাভ করে এবং আখেরাতেও। (সুরা রহমান : ৪৭)। তেমনিভাবে নবীর মাধ্যমে যে নেযাম কায়েম হয়, উহাকেও জান্নাত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—যেমন হযরত আদম (আঃ)-কে আল্লাহতায়ালা বলেন—

اسكن انت وزوجك الجنة (البقرة)

(অর্থাৎ—তুমি এবং তোমার সাথী জান্নাতে থাক)। সুতরাং হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে মুসলমানদিগকে জান্নাত দেওয়া হইল। আল্লাহ-তায়ালা বলেন :

كنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها

অর্থাৎ— তোমরা অগ্নিকুণ্ডের কিনারায়

অবস্থিত ছিলে, তিনিই তোমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করেন। এজন্যই এখানে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহতায়ালার এই নেয়ামত সমূহকে তোমরা স্মরণ রাখিও এবং দোয়া করিও যে, তোমরা যেন কোরআনের শিক্ষা পরিত্যাগ না কর, যাহাতে কখনও যেন এমন না হয় যে ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই তোমাদের জন্য জাহান্নামে পরিণত হইয়া যায়।

فلق (ফালাক)-এর চতুর্থ অর্থ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী ময়দান। সুতরাং এখানে এই অর্থ অনুযায়ী ইহা বলা হইয়াছে য, হে মুসলমানগণ বল: আমরা সেই রব্বের আশ্রয় চাহি, যিনি 'এফরাত' ও 'তফরীত'—অর্থাৎ চরম পন্থা ও লঘু বা নরম পন্থা—এই দুই পাহাড়ের মধ্যে ইসলামের যে সুসম ও মধ্যম পন্থা মূলক শিক্ষার ময়দান সৃষ্টি করিলেন, আমরা যেন কখনও উহা হইতে বিচ্যুত না হইয়া পড়ি।

اعوذ برب الفلق এর মধ্যে এই ইঙ্গিতও রহিয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য এবং তাঁহার রবুবিয়তের ফয়য হাসিল করার জন্য সঠিক উপায় হইল মধ্যম পন্থা অনিষ্ট কোন্ পথে তাহার দিকে আসিতেছে তাহা মানুষ জানে না। আল্লাহর নৈকট্যে অগ্রসরতাও কোন কোন সময়ে কাহারও জন্য ধ্বংসের কারণ হইয়া যায়—যেমন, বালআমের হইয়াছিল। তাহার বা ঐ শ্রেণীর মানুষের কথার উল্লেখ কোরআন শরীফের এই আয়াতে করা হইয়াছে— "তাহাদিগকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়িয়া শুনাও, যাহাকে আমি দিয়াছিলাম নিদর্শন, অতঃপর সে উহাকে বর্জন করে; ও শয়তান তাহার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভূক্ত হয়। (সুরা আরাফ: ১৭৬) এই প্রকার পদস্খলনের আশঙ্কার প্রতি হযরত নবী করীম (সাঃ) এর এই উক্তির মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে: لا ملجاء و لا منجا الا اليك—আর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন আশ্রয় ও ভরসার স্থল নাই এবং তেমনি ভাবে من شر ما خلق (অর্থাৎ, সৃষ্টির অকল্যাণ হইতে)—এর মধ্যে এই সকল বস্তুর সৃষ্টিকারী খোদার আশ্রয় চাহিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

فلق এর পঞ্চম অর্থ কাঠগড়া, যেখানে আদালতে অপরাধীকে খাড়া করা হয়। এই অর্থ অনুযায়ী এখানে কারাগারে যাওয়া হইতে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার দোয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

فلق—এর ষষ্ঠ অর্থ সেই দুগ্ধ, যাহা পানান্তে ভাণ্ডের নীচে স্বল্প পরিমানে অবশিষ্ট বাঁচিয়া থাকে। ইসলামী শিক্ষা হইল আসমানী দুধ। মেরাজের সময়ে হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে পানি, মদ এবং দুধ পেশ করা হইলে তিনি উহাদের মধ্যে দুধ বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই ক্রিয়াকে জিব্রাইল সহি ফেৎরতের অধিকারী হওয়া বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। সুতরাং রব্বুলফালাকের পানাহ্ চাওয়ার এখানে এই অর্থ দাঁড়ায় যে, এমন

(এর পৃষ্ঠা দেখুন)

হাদিস শরীফ

শেষযুগ সম্পর্কে

অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ

(১)

যখন কেয়ামত কায়েম হইবে, তখন রুমের (খ্রীষ্টানগণের) প্রাধান্য হইবে। তাহাদের চারিটি বৈশিষ্ট থাকিবে। ফেতনা ও ফসাদের যুগে তাহারা সাধারণের সহিত সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধি বিবেচনার প্রমাণ দিবে। তাহারা খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের ধ্বংসের সংস্কার ও ক্ষতিপুরণের যোগ্যতা রাখিবে। পরাজয়ের পর খুব দ্রুতগতিতে ফিরিয়া আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিবে। তাহাদের নেতাগণ এতীম, অভাবী এবং দুর্বল ব্যক্তিগণকে নিজেদের ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। তাহাদের পঞ্চম বৈশিষ্ট হইবে, ব্যক্তি বাদশাহীর যলুম হইতে জনগণকে বাঁচাইবার দাবী করিবে।

(মুশ্লিম)।

(২)

কেয়ামত আসিবার পূর্বে ইহুদীগণের সহিত মুসলমানদের এক ভীষণ যুদ্ধ হইবে। এই যুদ্ধে এরূপ ঘটিবে যে, ইহুদীগণ পাথর বা গাছের পশ্চাতে লুক্কায়িত হইলে, পাথর ও গাছ বলিবে, হে মুসলমান। আমার আড়ালে ইহুদী লুকাইয়া আছে, আইস এবং তাহাকে হত্যা কর। কিন্তু গরকদ নামীয় বৃক্ষ এরূপ নিষ্ঠা প্রদর্শন করিবে না, কারণ উহা ইহুদীগণের বিশেষ বৃক্ষ। সুতরাং তাহার নিকট হইতে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি লাভের কোন আশা করা যায় না। (মুশ্লিম)।

(৩)

কেয়ামত আসিবার পূর্বে এরূপ ঘটিবে যে, ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী হইতে এক সোনার পাহাড় (Black Gold) অর্থাৎ তৈল প্রকাশিত হইবে। উহা লাভ করিবার জন্য রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হইবে। উভয় পক্ষের শতকরা ৯৯ জন মারা যাইবে। তাহাদের প্রত্যেকেই বলিবে হয়ত আমি বাঁচিয়া যাইব।

আর এক রেওয়ায়েত আছে যে, ফোরাত হইতে সোনার খাজানা যাহের হইবে। কিন্তু যে সেখানে যাইবে সে যেন ঐ সোনা হইতে কিছুমাত্র গ্রহণ না করে। অথবা উহা উক্ত স্থানের অধিবাসীগণের ভোগে আসিবে না।

(মুশ্লিম)।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

আহ্‌মদীয়াতের আধ্যাত্মিক বিজয় সংবাদ

(১)

পীর সিরাজুল হক সাহেব (রাঃ) লিখিয়াছেন যে হযরত মসিহ মওউদ (রাঃ) একবার বলিয়াছিলেন—

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে খবর দিয়াছেন যে, আমাদের সেলসেলাতেও শক্ত মতভেদ দেখা দিবে এবং ফেতনাকারী ও স্বার্থের দাসগণ পৃথক হইয়া যাইবে। অতঃপর খোদা এই মতভেদকে মিটাইয়া দিবেন, বাকী যাহারা কর্তিত হইবার যোগ্য এবং সত্যের সহিত সম্বন্ধ রাখে না এবং ফেতনাবাজ, তাহারা কাটিয়া যাইবে। অতঃপর পৃথিবীতে এক হাশর খাড়া হইবে। ইহা প্রথম হাশর হইবে। সকল বাদশাহ পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে আক্রমণ করিবে এবং এরূপ রক্তপাত হইবে যে যমীন রক্তে ভরিয়া যাইবে। প্রত্যেক বাদশাহের প্রজাগণও আপোসের মধ্যে ভয়ংকর লড়াই করিবে। এক বিশ্ব-জোড়া ধ্বংস আসিবে। এই সকল ঘটনার কেন্দ্র হইবে মুলকে শাম। সাহেবজাদা সাহেব তখন আমার পুত্র মওউদ হইবে। খোদা তাহার সহিত এই ঘটনা সমূহকে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল ঘটনার পর আমার জামাতের উন্নতি হইবে এবং সুলতানগণ আমাদের সেলসেলায় প্রবেশ করিবে। আপনি সেই মওউদকে চিনিয়া লইবেন। (তাযকেরা পৃঃ ৭৯৯)।

(২)

(ক) নিম্নে বর্ণিত ইলহামের উপলক্ষ্য এইরূপ হইয়াছিল যে মৌলবী আবু সঈদ মোহাম্মাদ হোসেন সাহেব বাটালবী, যিনি কোন সময়ে এই অধমের মক্তব-সহপাঠি ছিলেন, যখন নূতন মৌলবী হইয়া বাটালায় আসিলেন এবং বাটালাবাসীগণকে তাহার নূতন ধারণা সমূহ কটু বোধ হইল, তখন এক ব্যক্তি উক্ত মৌলবী সাহেবের সহিত কোন বিরোধী মসলায় বাহাস করিবার জন্য আমার ন্যায় নগন্য ব্যক্তিকে ধরিয়া বসিল। তদনুযায়ী তাহার বারম্বার অনুরোধে এই অধম সন্ধ্যা বেলায় তাহার সহিত উক্ত মৌলবী সাহেবের গৃহে গেল এবং মৌলবী সাহেবকে তাঁহার পিতার সহিত মসজিদের মধ্যে পাইল।

মোট কথা এই অধম উক্ত মৌলবী সাহেবের তখনকার বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিয়া লইল যে, মৌলবী সাহেব তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে এমন কোন বাড়াবাড়ি করেন নাই,

যাহা প্রতিবাদের যোগ্য। সেই জন্য কেবল আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে বাহাস পরিত্যাগ করা গেল। রাত্রি-বেলা খোদাওন্দ করীম স্বীয় ইলহাম ও সম্ভাষণে বাহাস পরিত্যাগের দিকে ইঙ্গিত করিয়া আমাকে বলিলেন যে—

"তোমার খোদা তোমার এই কাজে রাজী হইয়াছেন এবং তিনি তোমাকে বহু বরকত দিবেন, এমন কি বাদশাহ তেমোর বস্ত্রসমূহ হইতে বরকত অন্বেষণ করিবে।"

অতঃপর কাশফ্‌জগতে আমাকে সেই সকল বাদশাহ দেখান হইল, যাহারা ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। যেহেতু নিছক খোদা এবং তাঁহার রসুলের ওয়াস্তে বিনয় এবং নম্রতা অবলম্বন করা হইয়াছিল, সেই জন্য সেই পরম মোহসেন (পুরস্কারদাতা খোদা) ইহা চাহিলেন না যে, ঐ কাজকে তিনি বিনা পুরস্কারে ছাড়িয়া দেন।

(খ) আমাকে আল্লাহ্‌ জাল্লাশানুহু শুভ সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি অনেক আমীর এবং বাদশাহকেও আমাদের জামাতে দাখিল করিবেন এবং তিনি আমাকে বলিয়াছেন,

"আমি তোমাকে বরকতের উপর বরকত দিব, এমন কি বাদশাহগণ ※ তোমার বস্ত্রসমূহ হইতে বরকত অন্বেষণ করিবে।

※ কাশফী জগতে আমাকে ঐ সকল বাদশাহ দেখান হইয়াছিল, যাহারা ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল এবং বলা হইল যে ইহারাই তাহারা, যাহারা নিজেদের স্কন্ধের উপর তোমার এস্তায়েতের জেয়োল উঠাইবে এবং খোদা তাহাদিগকে বরকত দিবেন।

(গ) এই বরকত অনুসন্ধানকারীগণ বেয়াতে দাখিল হইবে এবং তাহাদের বেয়াতে দাখিল হওয়ার সহিত রাজত্বও এই জাতির হইবে।

পুনঃরায় আমাকে কাশফী রঙে সেই সকল বাদশাহকেও দেখান হইল। তাহারা ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল এবং তাহাদের সংখ্যা ছয় সাতের কম ছিল না।

(ঘ) আমি এক শুভ স্বপ্নের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ মোমেন এবং ন্যায়পরায়ণ ও নেককার বাদশাহের এক জামাত দেখিয়াছি, যাহাদের মধ্যে কতক অত্র দেশের (অর্থাৎ হিন্দুস্থানের) ছিল, কতক আরব, কতক পারস্য, কতক শ্যাম, কতক রুম এবং কতক অপরাপর দেশের ছিল, যাহাদিগকে আমি জানি না। ইহার পর খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে আমাকে বলা হইল যে, "ইহারা তোমার তসদীক করিবে এবং তোমার উপর ঈমান আনিবে, তোমার উপর দরুদ পাঠাইবে এবং তোমার জন্য দোওয়া করিবে। আমি তোমাকে বহু বরকত দিব, এমন কি বাদশাহগণ তোমার বস্ত্রসমূহ হইতে বরকত অনুসন্ধান করিবে এবং তাহাদিগকে মুখলেসগণের মধ্যে শামিল করিব।" ইহা সেই স্বপ্ন যাহা আমি দেখিয়াছিলাম এবং সেই ইলহাম যাহা সর্বজ্ঞ খোদার পক্ষ হইতে আমাকে জানান হইয়াছে।

(তাযকেরা-৯হইতে ১১ পৃষ্ঠা)।

অনুবাদ: মৌঃ মোহাম্মাদ

সাম্প্রতিক আরব ইস্‌রাঈল যুদ্ধ
এবং
কতিপয় প্রণিধানযোগ্য বাস্তব বিষয়

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত ১৯৭৩ সালের ১লা নভেম্বর তারিখের সাপ্তাহিক বদর পত্রিকার সম্পাদকীয়)।

অনুবাদ : **মৌঃ মোহাম্মাদ**

গত ২২শে অক্টোবর তারিখে জাতিসংঘ নিরাপত্তা সংস্থা যুদ্ধ বিরতির যে প্রস্তাব পাশ করিয়াছে, উহা কতদূর কার্যকরী হইবে এবং প্রস্তাবটির সকল দাবী পূর্ণ হইবে কিনা বলা যায় না। উক্ত প্রস্তাব পাশ হইবার অব্যবহিত পরে ধোকাবাজ ইস্‌রাঈল যেভাবে মিসরীয় ফৌজের উপর আক্রমণ চালায় এবং যুদ্ধ বিরতির খোলাখুলি লঙ্ঘন করে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে যেমনি রুশের পক্ষ হইতে আমেরিকা ইঙ্গিত পাইল যে, রুশ মধ্যপ্রাচ্য নিরাপত্তা সংস্থার প্রস্তাবকে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য নিজ প্রতিনিধিদল পাঠাইতেছে, অমনি আমেরিকা তাহার সমস্ত ফৌজকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিল। এতদ্বারা বিশ্ব উত্তেজনা হ্রাস করিবার যে ভিত্তি স্থাপিত হইবার আশার আলো দেখা দিয়াছিল, উহা নিশ্রভ হইয়া গেল। ইহা প্রতীয়মান হইয়াছিল যে আরব ইস্‌রাঈলের মধ্যে সাম্প্রতিক যুদ্ধ, দুইটি বড় শক্তির মধ্যে হঠাৎ যে মন-কষাকষি-অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, উহা বুঝিয়া উভয়ের সমঝোতার মাধ্যমে কেবল যে শেষ হইয়া গেল তাহা নহে, বরং মনে হইয়াছিল যেন শান্তির পথ প্রশস্ত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী অবস্থা ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, দুইটি বড় শক্তির মধ্যে সমঝোতা সত্বেও পরস্পরের মধ্যে যে অবিশ্বাসের সংশয় রহিয়াছে, উহা বিশ্ব-শান্তির জন্য শুভ লক্ষণ নহে। এক উক্তি অনুযায়ী সাম্প্রতিক যুদ্ধ বিরতিতে আরব ও ইস্‌রাঈলের পরিবর্তে রুশ মার্কিন মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ ধারণা এই যে, যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব প্রকৃত পক্ষে সেই আলোচনার বিজয়, যাহা উত্তেজনাকে কমাইয়া শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য রুশ এবং আমেরিকার মধ্যে চালু রহিয়াছে। খুব সম্ভব যুদ্ধ-বিরতির এই প্রস্তাবও এই দুইটি বৃহৎ শক্তির কোন এমন গোপন সমঝোতার ফল,

যাহাতে তাহারা তাহাদের ধারণা অনুযায়ী আরব এবং ইস্‌রাঈলের অধিকারের হেফাজতের ফয়সালা করিয়া দিয়াছে। ইহারই ভিত্তিতে কসিগিন প্রেসিডেন্ট সাদাতকে যুদ্ধ-বিরতি কবুল করাইতে কায়রো গিয়াছিলেন এবং ডাঃ কিসিঞ্জার একই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তেলাভিভে গিয়াছিলেন। যাহা হউক, একথা সুস্পষ্ট যে, না আমেরিকার ইস্‌রাঈলের সহিত এবং না রুশের আরবের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই দুই বৃহৎ শক্তি কেবল নিজেদের স্বার্থের জন্য এই এলেকায় সকল চাল চালিতেছে। আসলে উভয়ের আকর্ষণের বিষয়বস্তু এই এলাকার তৈল। তাহারা চায়, যেন তাহাদেয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইতে থাকে এবং পৃথিবীতে তাহাদের প্রাধান্য কায়েম থাকে। আমেরিকা ইসরাঈলের মুরুব্বী সাজিয়া তাহাদিগকে দিয়া আরবদিগকে ভয় দেখাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথ করিয়া লইতেছে। অপর দিকে অন্য শক্তি রুশ আরবদিগকে সাহায্য করিয়া এবং সোজাসুজি অস্ত্র সরবরাহকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পন্থা করিয়া লইয়াছে। উভয়েরই যুক্ত-লক্ষ্য ইহাই মনে হইতেছে যে, এই এলেকায় আরবদিগকে যেন বৃহৎ শক্তি হইতে দেওয়া না হয়। বরং বায় বার যুদ্ধ করিয়া যেন তাহাদের সংখ্যা শক্তির উপর আঘাত লাগিতে থাকে এবং তাহাদিগের মধ্যে অর্থনৈতিক মজবুতি আসিতে না পারে। কোন সময়ে অস্ত্র-ব্যবসায়ী হিসাবে তাহারা তাহাদিগকে অস্ত্র বিক্রয় করিবে এবং তাহাদিগের অর্থ শোষণ করিতে থাকিবে এবং কখনও তাহাদিগের খয়েরখাহ সাজিয়া তাহাদিগের তৈল সম্পদ হইতে উপকার লাভ করিতে থাকিবে।

যাহা হউক, ইহাতো গেল ভূমিকার কথা। আজ সাম্প্রতিক আরব ইস্‌রাঈল সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত কতকগুলি বাস্তব সত্যের আলোচনা করিতে চাই। ইহাদের মধ্যে কিছু সংঘটিত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং অপরগুলি ভবিষ্যতে ঘটনীয় অবস্থার সহিত সম্বন্ধ রাখে।

প্রথম হইল কুরআন মজিদের দুইটি মৌলিক কথা, যাহার বর্ণনা সুরা বকরের নিম্ন-লিখিত আয়াতে রহিয়াছে।

كتب عليكم القتال و هو كره لكم -
و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم -
و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم -
و الله يعلم و انتم لا تعلمون ٥

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হইয়াছে, যদিও ইহা তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর, কিন্তু এরূপ হইতে পারে যে, তোমরা অপছন্দ করিতেছ এমন এক বস্তুকে, যাহা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং পছন্দ করিতেছ এমম এক বস্তু, যাহা তোমাদিগের জন্য অমঙ্গলজনক। আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জান না। (সুরা বকর -২১৭ আয়াত) এই মহান আয়াতে সকল মুসলমানের মনযোগ যে বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করা হইয়াছে, উহা এই যে, মানুষের দৃষ্টি সদা সীমাবদ্ধ। নিজ চিন্তাধারা সংকীর্ণ হওয়ার এবং পরিণাম ও ফলশ্রুতি সম্বন্ধে জ্ঞান না

থাকার কারণে সে কতকগুলি বিষয় ও ঘটনাকে নিজের জন্য মন্দ মনে করে। কিন্তু উহাদের পশ্চাতে তকদীরে ইলাহী এমনভাবে কাজ করিতে থাকে যে, শেষ ফল মোমেন বান্দার সপক্ষেই যাহের হয়।

যদিও শেষ ফল সর্বসাধারণে প্রকাশিত হইবার পূর্বে মোমেনগণকে অসংখ্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কুরবানী দিতে হয় এবং এই সকল কুরবানী মালী, জানী, এমন কি অনুভূতি ও আবেগসমূহেরও হইতে পারে, তথাপি বারম্বারের অভিজ্ঞতা এই যে, কোন বিষয় প্রথমে অসহ্য বোধ হয় অর্থাৎ কোন বিপদ সহসা ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দেখা দিলে, প্রকৃতি উহা সহ্য করিতে চাহে না। কিন্তু ধীরে ধীরে উহা কেবল সহ্যই হয় না, বরং উহার তীব্রতার সম্বন্ধে অনুভূতি লোপ পায়। যেমন কোন প্রিয়জনের মৃত্যু অথবা কোন বড় ক্ষতির সংবাদ পাইলে হইয়া থাকে। এখন এই পটভূমিতে ইস্‌রাঈল রাষ্ট্র অস্তিত্বে আসার বিষয়কে চিন্তা করিয়া দেখুন। এক সময় ছিল, যখন দুনিয়ার বড় শক্তিগুলির চক্রান্তের ফলে ইস্‌রাঈল রাষ্ট্র ফিলিস্তিনে গঠিত হইতেছিল' সে সময়ে কেবল আরবগণই রুষ্ট হয় নাই. বরং সমস্ত মুস্লিম জাহান টলমল করিয়া উঠিয়াছিল। এমন কি প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আরবগণের পক্ষে প্রতিবাদ ধ্বনী তুলিল। নমুনা স্বরূপ গান্ধীজীর উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"ইহুদীগণের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে। কিন্তু এই সহানুভূতি ন্যায়বিচারের দাবী সমূহের প্রতি আমার চক্ষুকে বন্ধ করে না। ইহুদীগণের জন্য একস্বদেশের চিৎকারধ্বনী আমাকে আপীল করে না। দুনিয়ার অন্যান্য লোকের মত তাহারা যেখানে জন্মিয়াছে ও যেখানে তাহারা উপার্জন করে, সেই দেশকে নিজদেশ বানায় না কেন? ফিলিস্তিন ঠিক সেইভাবে আরবদের, যেভাবে ইংলণ্ড ইংরাজদের এবং ফ্রান্স ফরাসীদের। ইহা ভ্রান্তি ও অবিচারের কথা যে বাহির হইতে ইহুদীগণকে আনিয়া আরবদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। ইহুদীগণের এই রূপ ক্রিয়াকলাপ ভ্রান্ত যে, তাহারা ব্রিটিশ সঙ্গীনের ছত্রছায়ায় সেখানে প্রবেশ করিতেছে উন্নত আরব জাতির সংখ্যাকে কম করিয়া ফিলিস্তিনকে আংশিক বা সার্বিকভাবে ইহুদীগণের স্বদেশ করিয়া দিবার পরিকল্পনা মানবতা বিরোধী অপরাধ হইবে। এই চরম অবিচারে আরবদের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা করিবার কিছু নাই।" (২৫/১০/৭৩ তারিখের বদর পত্রিক হইতে উদ্ধৃত)। যে সব আরবকে এই এলাকা হইতে বিতাড়িত করা হইতেছিল, তাহারা যথা-সম্ভব ইহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করিয়াছে, কিন্তু শক্তিশালি হুকুমতের বিরুদ্ধে তাহারা ফললাভ করিতে পারে নাই এবং ইসরাঈল নামীয় রাষ্ট্র গড়িয়া গেল।

ইহার পর দ্বিতীয় পর্যায় আসিল। একটি এলাকাকে ইসরাঈল রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করা

হইতে লাগিল। কিন্তু আরবগণ ইহাকে রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণ করিতে কঠোরভাবে অস্বীকার করিল। তাহাদের এই অস্বীকার এবং সঙ্গত দাবীর জন্য বিক্ষোভ ১৯৬৭ সালে যুদ্ধের আকারে আত্মপ্রকাশ করিল। তখন আরব-দিগকে হঠাৎ যে মর্মান্তিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, উহার স্মৃতি বড়ই হৃদয়বিদারক। কিন্তু সেবারকার যুদ্ধ বিরতি ১৯৬৭ সালের ২২শে নভেম্বরের নিরাপত্তা সংস্থার গৃহীত প্রস্তাবের আকারে প্রকাশ পায়। ইহার মধ্যে যেসব শর্ত রাখা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একদিকে যেমন ইসরাঈলকে অধিকৃত আরব এলাকা খালি করিয়া দোওয়ার ফয়সালা করা হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনি ইসরাঈল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দানে আরবদিগকে মানানো হইয়াছিল। ইহা পৃথক কথা যে, ইসরাঈলীগণ একগুঁয়েমি করিয়া সেই ফয়সালাকে কার্যতঃ মানে নাই। উহার ফলে ১৯৭৩ সালের সাম্প্রতিক সংঘর্ষ বাধে। পুনঃ যে সব অবস্থার মধ্য দিয়া ১৭ দিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর গত ২২ অক্টোবর রুশ এবং আমেরিকার আপোস পরামর্শ ও নিরাপত্তা সংস্থার গৃহীত প্রস্তাবের ফলে যুদ্ধ-বিরতি ঘটে, ইহাতে একদিকে যেমন ইসরাঈলের অপরাজেয় শক্তি হইয়া দাঁড়ানোর অহঙ্কারমত্ত মস্তক অবনত হইয়া গিয়াছে, অপর দিকে তেমনি আরবগনের নিকট ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইসরাঈল যে এলাকাকে যুদ্ধের দ্বারা দখলে আনিয়াছে, উহাকে যুদ্ধের দ্বারাই উদ্ধার করা যাইতে পারে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোন হইতে আরবগণের নিজেদের সামরিক শক্তিকে মজবুত করার প্রতি মনযোগ দেওয়া কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ এতদ্বারা এই কথাও সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, আরবগণের শক্ত প্রতিবাদ ও অসন্তোষ সত্বেও ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইহুদী-গণের জমায়েত খোদাতায়ালার খাস তকদীরের অধীনে সংঘটিত হইয়াছে। যদিও এই অবস্থান সাময়িক, কিন্তু ইহা এমন এক বাস্তব বিষয় যে, ইহাকে স্বীকার করিতেই হয়। আমাদের স্বীকৃতি এই ভাবের যে, এই রাষ্ট্রের প্রতি ইহুদীগণের আকর্ষণ এবং তাহাদের সাময়িক বিজয়ের মাধ্যমে এলাহী তকদীর দুনিয়ার প্রান্ত প্রান্ত হইতে ইহুদীগণকে বেশী বেশী সংখ্যায় এই ভূ-খণ্ডে আনিয়া একত্রিত করিতে চাহেন, যাহাতে মুসলমানগণের হস্তে তাহাদের যে দৃষ্টান্তমূলক ধ্বংশ নির্ধারিত আছে, উহা যেন শান্দার ভাবে পূর্ণ হয়।

এবং ইহাতো জানা কথা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই নির্ধারিত সময় আসিতেছে, এই এলাকার মুসলমানগণের জন্য বিশেষভাবে এবং সারা দুনিয়ার মুসলমানগণের জন্য সাধারণভাবে কতিপয় প্রকারের পরীক্ষা আসা অবশ্যম্ভাবী। কোন প্রকারেই এগুলির হাত এড়াইবার উপায় নাই।

আসমানী পুস্তক ও প্রকাশিত ঘটনাবলীর আলোকে আলোচ্য মসলাটিকে গবেষণা করিয়া

আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি, আমার মতে আরব ইসরাঈলের বুনিয়াদী বিরোধ এবং ইহার সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতি পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য নিম্নলিখিত দুইটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখা জরুরী।

প্রথম—ইহুদীগণের জন্য পরিণামে দৃষ্টান্ত-মূলক ধ্বংশ অবধারিত আছে।

দ্বিতীয়—এই ধ্বংশ মুসলমানদের হস্তে এক ভীতিপ্রদ সংঘর্ষ ও যুদ্ধের ফলে এমনভাবে সংঘটিত হইবে যে, ইহুদীগণকে বাছিয়া বাছিয়া হত্যা করা হইবে।

এই ঘটনা কখন ঘটিবে, সে কথা কুরআন করীমে ভবিষ্যদ্বাণীর রঙে নিম্নলিখিত ভাষায় ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় ইহুদীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

فاذا جاء وعد الاخرة

"এবং যখন কেয়ামতের প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত হইবে, তখন তোমাদিদের সকলকে একত্রিত করিব।'

(সুরা বনি ইসরাঈল—১০৫ আয়াত)।

যদিও বাক্যটি দেখিতে ছোট, কিন্তু ইহার মধ্যে আজিমুশ্‌শান ডবল ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। ইহার এক প্রান্ত যেমন মুসলমানগণের সহিত সংশ্লিষ্ট, তেমনি অপর প্রান্ত ইহুদীগণের সহিত সংশ্লিষ্ট। ন্যায় শাস্ত্রের সূত্র অনুযায়ী "এবং যখন কেয়ামতের প্রতিশ্রুত সময় উপস্থিত হইবে" অংশ অগ্রবর্ত্তী ভাগ এবং "তখন তোমাদিগের সকলকে একত্রিত করা হইবে" অংশ হইল পরবর্ত্তীভাগ। পূর্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তীভাগ একত্রে মিলিয়া পূর্ণবাক্য হইল।

এই পূর্ণ বাক্যে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং উভয়ের প্রকাশের সময়কে অভিন্ন বলা হইয়াছে। বাক্যটির প্রথম অংশে বলা হইয়াছে যে, এক সময় আসিবে যখন জাতি হিসাবে মুসলমানগণের উপর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তমূলক পরীক্ষার সময় আসিবে। ঠিক সেই সময়ে ইহুদীগণকে পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত হইতে আনিয়া আরজে মুকাদ্দাসে একত্রিত করা হইবে। উভয় ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হইবে। ✱

✱ গত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ইহুদী সেচ্ছাসেবকগণের ফিলিস্তিনে আকৃষ্ট হইয়া একত্রিত হওয়ার সম্বন্ধে কুরআন করীমের জবরদস্ত ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হওয়া জগতবাসী প্রত্যক্ষ করিয়া লইয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বানী নিম্ন লিখিত রূপ

وقلنا بعده لبنى اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا ـ

অর্থাৎ ফেরাউন ডুবিয়া মরিবার পর আমরা বনি ইসরাঈলকে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে থাক। পুনঃ যখন মুসলমানগণের জন্য দ্বিতীয়বার প্রতিশ্রুত পরীক্ষায় সময় উপস্থিত হইবে, তখন আমরা তোমাদের সকলকে আনিয়া একত্রিত করিব।

তফসীর ফতুহুল বয়ানের ব্যাখ্যানুযায়ী আরজে মুকাদ্দাসে ইহুদীগণের প্রতিশ্রুত একত্রীকরণ প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসিহের যুগে হইবে। তদনুযায়ী কুরআন করীমের এই আজীমুশ্‌শান ভবিষ্যদ্বাণী সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সালে এমন সময়ে পূর্ণ হইল, যখন দুনিয়ার বৃহৎ শক্তিগুলির সাহায্যে ফিলিস্তিনের আরবগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের দেশকে ইহুদীগণের দেশ বলাইবার ফয়সালা করা হইল এবং নব ইসরাঈল রাষ্ট্র উদ্ভূত হইল। (২৫।১০।৭৩ তারিখের বদর পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)।

জগত জানে যে আড়াই হাজার বছরের লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের পর কিভাবে বর্তমান যুগে ফিলিস্তিনকে ইহুদীগণের স্বদেশ বানানো হইয়াছে এবং উহা ঠিক সেই পন্থায় যাহা কুরআন করীম

ضربت عليهم الذلة اين ما ثقفوا الا بحبل من الله و بحبل من الناس -

"তাহাদিগকে লাঞ্ছনা দ্বারা আঘাত করা হইবে যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া যায়, যদি না তাহারা আল্লাহ্‌র রজ্জু (ইলাহী খেলাফৎ) অথবা জনগণের রজ্জুর (ইউ, এন, ওর) আশ্রয় গ্রহণ করে"। (সুরা ইমরান-১১৩ আয়াত)-এ পূর্বেই জানাইয়াছে। অথাৎ ইহুদীগণেয় লাঞ্ছনার পালা দুই পন্থার যে কোন এক পন্থাকে অবলম্বন করিলে শেষ হইতে পারে। হয় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমানগণের জন্য প্রতিশ্রুত পুরস্কারের অধিকারী হইবে, অথবা জাতিসংঙ্ঘের সাহায্যে তাহাদিগকে এই অভিশাপ হইতে বাঁচাইবার উপায় হইতে পারে। অবস্থা এখন ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, এই বেনসীব জাতি আল্লাহ্‌র রজ্জুকে গ্রহণ করিয়া অভিশাপেয় হাড়কাঠকে নিজেদের গলা হইতে শীঘ্র নামাইবার ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত হইয়া গেল, কিন্তু ইহার পরিবর্তে দ্বিতীয় পন্থা অর্থাৎ জনগণের রজ্জুকে সাহায্য স্বরূপ অবলম্বন করায় যদিও তাহারা সাময়িক ভাবে ফিলিস্তিনে ইসরাঈল নামে এক রাষ্ট্র খাড়া করিয়া লইয়াছে, কিন্তু এতদ্বারা তাহারা প্রতিশ্রুত দৃষ্টান্তমূলক পরিণামের দ্বারকে স্বহস্তে খুলিয়া দিয়াছে। পরিতাপ! যদি এই হতভাগ্য জাতি আল্লাহ্‌র রজ্জু হইতে ফায়দা লাভ করিত, তাহা হইলে و الله غالب على امره "এবং আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর প্রবল" আয়াতের উক্তি অনুযায়ী তাহাদের সমন্ধে তকদীরে ইলাহীও বদলাইয়া যাইত। কিন্তু এই জাতি যখন "আল্লাহ্‌র রজ্জুকে" প্রত্যাখ্যান করিল এবং সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবার পর জনগণের রজ্জুকে সাহায্য-স্বরূপ অবলম্বন করিল, তখন এই জাতি তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুত দৃষ্টান্তমূলক পরিণনের দ্বারকে স্বহস্তে খুলিয়া দিল, যাহার সাধারণ আলোচনা আসমানী পুস্তকের হাওয়ালা দিয়া আমি উপরে করিয়া আসিয়াছি। অতঃপর আমি সুরা বকরের প্রথম উদ্ধৃত মহান আয়াতের হাওয়ালা দিয়া বলিতে চাহি যে, যদিও মুসলমানগণ রক্তপাত করিতে কুণ্ঠিত এবং শান্তিপূর্ণভাবে স্ব স্ব দেশে বাস করিতে ইচ্ছুক, তথাপি ১৯৪৮ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত যে চারবার সংঘর্ষ হইল, প্রকৃত পক্ষে ইহার মধ্যেও খোদাতায়ালার খাস তকদীরের অধীনে মুসলমানগণকে যুদ্ধের অভ্যাস করান হইতেছে, যেন প্রতিশ্রুত যুদ্ধের সময় সমাগত হইলে মুসলমানগণ সকল দিক দিয়া প্রস্তুত থাকে।

আরও একটি বিষয় স্বস্থানে বড়ই জরুরী যে, রুশ এবং আমেরিকা যেভাবে দুই বিবাদমান পক্ষের সাহায্য করিতেছে, তাহারা এই এলেকার বাসিন্দাগণের কিছুমাত্র খয়েরখাহ নহে, পরন্তু উভয় শক্তিই প্রকৃতপক্ষে অস্ত্র বিক্রেতা। তাহারা নিত্য নূতন অস্ত্র নির্মান করিতেছে। প্রথম দফায় তাহাদের খরিদ্দার চাই। দ্বিতীয় দফায় এগুলির পরীক্ষাও প্রয়োজন। এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহারা ইসরাঈলের ছুতা খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। এক শক্তি যখন এক পক্ষকে অস্ত্র দ্বারা ভরপুর সাহায্যে দেয়, তখন সেই পক্ষ শক্তিতে বলীয়ান হইয়া আরব জাতিগুলির প্রতি হুঙ্কার ছাড়ে এবং আরবগণও তখন অস্ত্র সংগ্রহের জন্য এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে। তখন রুশও তাহাদের এই অবস্থা হইতে ফায়দা হাসিল করার উত্তম সুযোগ প্রাপ্ত হয়। তখন ইয়াজুজ ও মাজুজের আগ্নেয় অস্ত্র সমূহ দুই বিবাদমান পক্ষের হাতে আসিয়া যায় এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ হইতে সরগরম যুদ্ধ বাধিয়া যায়। তখন তাহাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ হয়। তদনুযায়ী সাম্প্রতিক আরব ইসরাঈলের ভীষণ যুদ্ধের সময়ে এই কথাই শুনা গিয়াছে, সংবাদ পত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়াছে যে, যখন ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন বহু উর্দ্ধে উড্ডিন্ন বিমান ও কৃত্রিম উপগ্রহ সমূহের সাহায্যে তাহারা (রুশ ও আমেরিকা) যুদ্ধের অবস্থা সমূহের পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতেছিল। অন্য কথায় তাহারা নিজেদের অস্ত্রের খণ্ডন পরীক্ষা করিতেছিল এবং এতদ্বারা অপর পক্ষের নির্মিত অস্ত্রেরও এইভাবে অবস্থা পরীক্ষা করিতেছিল, যাহাতে প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্থানে উহাদের খণ্ডন নির্মান করিতে পারে। যখন তাহাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হইয়া গেল, তখন শান্তিকামী সাজিয়া উভয়েই ময়দানে লম্ফ দিয়া নমিয়া আপোসে পরামর্শের পর যুদ্ধের লেলীহান অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করিতে লাগিল। যদি তাহারা সত্যকার খয়েরখাহ হইত, তাহা হইলে তাহারা আগেভাগেই কেন এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয় নাই, যাহাতে এই প্রকার রক্তক্ষয়ের ঘটনা হইতে তাহারা বাঁচিয়া যাইতে পারিত। ইহা তাহাদের ধূর্ত্ত চাল। এতদ্বারা তাহাদের এক উদ্দেশ্য ছিল, আরবদিগকে দুর্বল করা এবং অপর উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের নির্মিত অস্ত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা। ইহা অপেক্ষা অধিকতর সুবর্ণ সুযোগের ক্ষেত্র আর কোথায় পাওয়া যাইত। ভিয়েতনামেও এই খেলাই খেলা হইতেছিল এবং মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য জায়গাতেও ইহার অভিনয় চলিতেছে।

২১।২২ অক্টোবরে যখন রুশ ও আমেরিকার আপোস সলাপপরামর্শ ও নিরাপত্তা সংস্থার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর যুদ্ধ বিরতির ফয়সালা হইল, তখন জলন্ধরে প্রকাশিত পত্রিকা "প্রতাপ" ইহার সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিল যে, শান্তি ও যুদ্ধ রুশ এবং আমেরিকার হস্তে রহিয়াছে। এই দুই শক্তি যখন চাহে যুদ্ধ বাধাইতে পারে এবং যুদ্ধের বাজারকে গরম করিয়া তুলিতে পারে। পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নে পত্রিকার উদ্ধৃতি দিলাম।

"এই যুদ্ধ হইতে দুই তিনটি বিষয় অত্যন্ত পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। প্রথম কথা হইল এই যে, দুনিয়ায় যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে রুশ এবং আমেরিকার জন্যই তাহা হইবে এবং যদি শান্তি হয়, তাহা হইলে

তাহাদের জন্যই হইবে। যতক্ষণ তাহারা চাহিয়াছে ততক্ষণ যুদ্ধ চলিয়াছে। যেদিন উভয়ে অনুধাবন করিল যে, এই যুদ্ধে উচ্চ মূল্য দিতে হইবে এবং যেন তেন প্রকারেণ ইহা বন্ধ হওয়া চাই, তখন যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেল। দুনিয়ার ভবিষ্যৎ শান্তি এই দুই শক্তির হাতে আসিয়া গিয়াছে এবং একদিক দিয়া ইহা সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রুশ এবং আমেরিকা উভয়েরই সামরিক শক্তি প্রায় সমান সমান। তাহারা উভয়েই জানে যে, যেদিন তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে, সেদিন প্রায় অর্দ্ধেক দুনিয়া নিঃশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে এবং তৎসঙ্গে তাহাদেরও সর্বনাশ হইয়া যাইবে। সেই জন্য তাহারা কখনও আপোসে লড়িবেনা এবং তাহারা কখনও এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতে দিবে না, যাহার ফলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিতে পারে।"

(দৈনিক প্রতাপ, জনন্ধর ২৪।১০।৭৩)।

পত্রিকার এই অভিমত আমরা রেকর্ড করার উদ্দেশ্যে নকল করিয়াছি, ইহার এ অর্থ নয় যে, আমরাও উক্ত মতের সহিত শতকরা একশ ভাগ একমত। না, বরং ইহাতে এমন কতকগুলি কথা বর্ণিত হইয়াছে যথা, লেখক শক্তির বিষয়টিকে এই দুই শক্তির সমঝোতার মধ্যে নিহিত দেখাইয়াছে, ইহা বাস্তব সত্য নহে। এই সব সমঝোতার মধ্যে আন্তরিকতার লেশ মাত্র নাই। বরং এগুলি একের অপরের জন্য ভয় হইতে উদ্ভূত। এই বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বশান্তি না দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে, না বাস্তব বিষয়। বরং এইরূপ শান্তি সর্বদা বিপদের মুখে রহিয়াছে। কে জানে কখন কোন পক্ষ প্রাধান্য লাভ করে এবং সারা বিশ্বের শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ইহা মোটেই ঠিক নহে যে, তাহারা কখনও আপোসে লড়িবে না এবং এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতে দিবে না, যাহার ফলে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিতে পারে। ইয়াজুজ মাজুজের আপোসের মধ্যে যুদ্ধ করা এক অবধারিত ভবিতব্য। তাহাদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষের পরেই দুনিয়ার স্থায়ী শান্তি লাভ নসীব হইবে। কিন্তু এই সময় কখন আসিবে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। এখনতো শান্তির সমঝোতার পর্দার আড়ালে উভয়ের ভরপুর প্রস্তুতি চলিতেছে। যখনই ইহা সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন কোনই সমঝোতা তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। ইহাও পবিত্র গ্রন্থাবলীর এক সত্য বাণী এবং সম্ভব নহে যে এ বাণী কখনও বিফল হয়। এখন আমি পরিশেষে আরবদের সম্বন্ধে বিশেষ কতকগুলি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। আরবগণকে যে বারংবার ধাক্কা লাগিতেছে, এখন এই সকল অবস্থা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া অত্যন্ত সাবধানতার সহিত তাহাদের বন্ধু নির্বাচন করা উচিৎ। অপরের উপর নির্ভর করার পরিবর্ত্তে নিজেদের উপকরণকে অধিকতর উত্তম ব্যবহারে লাগান উচিৎ। সকল দিক দিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করা উচিৎ। খোদাতায়ালার ফযল ও করমে তাহাদের নিকট উপকরণের যেমন কমি নাই, এই সকল উপকরণ তাহাদের সকল চাহিদা মিঠাইতে সক্ষম। আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে তৈলের মহা মূল্যবান সম্পদে ভূষিত করিয়াছেন। এখন তাহাদের আপন কুরবানীকে আরও সতেজ করা উচিৎ, তাহারা নিজেদের দেশে ফেক্টোরী খুলুক, নিজেদেরই মানুষকে টেকনিক্যাল ট্রেনিং দিক, এবং দক্ষ বৈজ্ঞানিক গড়িয়া তুলুক। আমাদের বিশ্বাস যেভাবে মিশর এবং শাম ১৯৬৭ সালের মোকাবেলায় ১৯৭৩ সালে এক বড় শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের জন্য

ফরজ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা শেষ লক্ষ্যে উপনীত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজেদের চেষ্টাকে বাড়াইয়া যাউক। তাহারা কোন সময়েই যেন দুশমন হইতে গাফেল না হয় এবং তাহাদের শক্তিকে কম গণনা না করে।

ইহা ছাড়া তাহাদের তৈল সম্পদকে আক্রমণ-শক্তিরূপে ব্যবহার করার যে পন্থা উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলি গ্রহণ করিয়াছে, উহাতে মজবুতভাবে কায়েম থাকা উচিৎ। বস্তুতঃ ইহাই সেই অমোঘ আঘাত, যাহার সম্বন্ধে কুরআনের

فشرد هم من خلفهم

আয়াতে প্রাঞ্জলভাবে হেদায়েত দেওয়া আছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধে আরবদের প্রজ্ঞা এবং সাহসীকতাপূর্ণ পদক্ষেপ যখন ইসরাঈলের অপরাজেয় হওয়ার প্রতীমাকে চুরমার করিয়া দিল এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাদের মুরব্বী আমেরিকা দেখিয়া লইল যে, তাহাদের সকল চাল কেবল ব্যর্থই হয় নাই, পরন্তু বিরাট পরিমাণ অস্ত্র সম্ভারও বিনষ্ট হইয়াছে, তখন দ্রুত ইসরাঈলকে অস্ত্র পৌছানো আরম্ভ করিয়া দিল এবং শীঘ্রই তাহাদের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিল। সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতির দিক দিয়া আরবদের নিকট যাহা খণ্ডন, তাহা উহাই যাহা আমরা উপরি লিখিত কোরআনী আয়াতের হাওয়ালা দিয়া বর্ণনা করিয়াছি; যাহার অর্থ এই যে, দুশমনকে যেদিক দিয়া পার অমোঘ আঘাত হান।

আনন্দের কথা এই যে, বর্তমান ক্ষেত্রে তৈল উৎপাদন-কারী আরব দেশগুলি একতার নমুনা দেখাইয়াছে। এই বিষয়ে তাহাদের অরো সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং ইহাতে যে সকল ত্রুটি রহিয়াছে সেগুলিও দূর করা উচিৎ।

শেষ কথা এই যে, যে বাস্তব সত্য সমূহের আলোচনা করা হইল, সাধারণভাবে ইসলামী জগতকে এবং বিশেষভাবে আরবদেশগুলিকে ঐগুলি প্রনিধান করা উচিৎ। আমাদের দোওয়া আল্লাহতায়ালা তাঁহার মনোনীত ধর্মের যাহারা নাম গ্রহণ করে, তাহাদের দুর্বলতাকে যেন ঢাকিয়া দেন, তাহাদের ত্রুটি বিচ্যুত যেন ক্ষমা করেন, তাহাদের প্রচেষ্টায় যেন বরকত যেন, তাহাদের একতাকে যেন মজবুত করিয়া দেন এবং প্রত্যেক ময়দানে যেন তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করেন, ইহার সহিত এই দোয়াও করি, খোদাতায়ালা যেন সকল মুসলমানকে রুহানী দৃষ্টি প্রদান করেন। যাহাতে সেই পবিত্র রুহানী মহাপুরুষ, যাঁহার দ্বারা ইসলামের বিশ্ব প্রধান্য নির্ধারিত আছে, যাঁহার জন্য বর্তমান বিশ্ব অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে, তাঁহাকেও যেন চিনিবার তৌফিক লাভ করে এবং ঐ সকল পুরস্কার লাভ করিবার তৌফিক পার যাহা এই যুগের নায়েবে-রসুলকে প্রদান করিবার ওয়াদা খোদা দিয়া রাখিয়াছেন। আমীন। ও বিল্লাহে তৌফিক।

অনুবাদ : **মোহাম্মাদ**

'ওসিয়ত': অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ

—শাহ মুস্তাফিজুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রেণী সংগ্রাম

পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে পুঁজিহীন মজুরদেরকে সংগ্রাম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন মার্কস। কিন্তু আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোথাও তেমনটি ঘটেনি। রাশিয়ায় বা অন্যত্র যা ঘটেছে তা পুঁজিপতির বিরুদ্ধে মজুরের সংগ্রাম নয় ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে ভূমিহীনদের সংগ্রাম। হয়তো বলবেন ও একই কথা; কিন্তু আসলে তা নয়। যদি তাই হতো তাহলে মার্কসের ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে প্রলেতারিয়েত বিপ্লব আগে জার্মানী কিংবা গ্রেট বৃটেনে ঘটতো। কিন্তু তা ঘটেনি। তা ছাড়া, জারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল, তা কি সম্পূর্ণ শ্রেণী সংগ্রামের আদর্শ মাফিক হয়েছিল? হয় নি। সে সংগ্রামের পিছনে ভ্রাতৃহন্তার বিরুদ্ধে দাদ গ্রহণের কতখানি ক্রোধ নিহিত ছিল, তা মনস্তাত্ত্বিকের বিচার্য হলেও বলা যায় যে, জালিম রাজদণ্ডের বিরুদ্ধে মজলুম জনতার সেই বিদ্রোহ সর্বতঃ অর্থনৈতিক ছিল না। সেই বিদ্রোহের অন্যান্য সামাজিক কারণগুলোকে সরাসরি সরিয়ে দেখলে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে। অবশ্য সে অবিচার যে অনুষ্ঠিত হয় নি এমন নয়। বিংশ শতাব্দির তিরিশোত্তর বা পঞ্চাশোত্তর বছরগুলিতে প্রথম বিপ্লবের পর বার বার প্রতি বিপ্লব ঘটেছে।

এগুলোকে প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করা হবে এবং হয়েছেও তাই। কিন্তু, যদি এই আন্দোলনগুলোই সাফল্য অর্জন করতো তাহলে তো কম্যুনিষ্টরাই প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যায়িত হতো। সুতরাং বলা যায় যে বিজয়ীরা এক্ষেত্রে বিজিতদেরকে যে কোনো ছুঁতানাতায় ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে—ধ্বংস করেছেও। অবশ্য এটাই তাদের আদর্শ। লেনিনের কথায়—'শ্রমিকের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যা খুশী করা যাবে, আর তাই হবে নৈতিক' (On Religion)।

"The history of all hitherto existing society is the history of class struggle"—কথাটার উপর থেকে উত্তেজনার তপ্ত আবরণটুকু সরিয়ে নিলে দেখা যাবে যে, এর বার আনাই শূন্য। মার্কসের জীবদ্দশায় এই শূন্যতার

পরিমাপ করা না হলেও তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ১৮৮৮ সালে মেনিফেষ্টোর ইংরেজি সংস্করনে এঙ্গেলস একটি টীকা লিখে দিয়েছেন যে, History of all hitherto existing society বলতে লিখিত ইতিহাসকেই বুঝতে হবে। কিন্তু এই হাস্যকর টীকাটিরও বোধ করি পাদ-টীকা দেওয়া প্রয়োজন এই বলে যে, 'লিখিত ইতিহাস বলতে কেবল গোড়া মার্কসবাদীদের লিখিত ইতিহাসকেই বুঝতে হবে।' শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসই অদ্যাবধি বিদ্যমান সকল সমাজের ইতিহাস কিনা তার চুল-চেরা বিচারের দায়িত্ব ইতিহাসের ছাত্রের উপরে ছেড়ে দিয়েও, আমরা হয়ত জানতে চাইতে পারি যে, ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস কি না? যদি তাই হয় তবে, গাজী সালাহুদ্দীনের মহানুভবতা প্রদর্শন এবং সেই মহানুভবতার জন্য রিচার্ডের আত্ম-সমর্পনের তাৎপর্য কি? সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের মধ্যে শত বৎসর ধরে সংগ্রাম অব্যাহত থাকার ব্যাখ্যা কি? হয়ত বলা হবে যে, এসবের পিছনেও শ্রেণী সংগ্রামের কারণ সমূহ কার্যকরী ছিল। যেমন কেউ কেউ এমনও বলে ফেলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথও মার্কসবাদী ছিলেন।

সমাজে কেবল দুটোমাত্র শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান—কথাটা সমাজ বিশ্লেষণের প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। কেননা সমাজে দুটো নয় বহু শ্রেণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। যেমনঃ

- হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান ইহুদি
- বৃটন, বাংগালী, হিন্দুস্তানী, পাকিস্তানী
- শিয়া, সুন্নী, ক্যাথলিক, ব্রাহ্মন।
- ধোপা, নাপিত, মুদী, সাহা।
- কম্যুনিষ্ট, ফ্যাসিষ্ট, মাওবাদী।
- পুঁজিপতি, পাতি-পুঁজিপতি, শ্রমিক।
- কৃষক, ভূম্যধিকারী.....ইত্যাদি।

তাছাড়া পুঁজিপতিদের মধ্যেই রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী এবং সে সকল শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামও চলছে অহরহ। যেমন মহাজন ও খাতকের সংগ্রাম, ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীর সংগ্রাম ইত্যাদি। অপর দিকে দক্ষ শ্রমিক ও আনাড়ী শ্রমিকের মধ্যে, মস্কোপন্থী ও পকিংপন্থীর মধ্যে, সিণ্ডিকেলিষ্ট ও নন্-সিণ্ডিকেলিষ্টদের মধ্যে, রিভিশনিষ্ট ও নন্-রিভিশলিষ্টদের মধ্যে সংঘর্ষ সর্বদা লেগেই আছে। কাজেই শ্রেণী সংগ্রামের সেই কথাগুলো এখন বাসি হয়ে গেছে বলা যায়। এবং বলা যায় জন্যই নব্য মার্কসবাদীরা অধুনা এই থিউরিটার উপর থেকে তাদের আস্থা প্রায় তুলে নিয়েছেন। কারণ শ্রেণী সংগ্রামের দাহনে অর্থনীতির নৈতিক 'নির্বাচন' সম্ভব নয় বলেই তাদের বিশ্বাস।

ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা

বিজ্ঞানের এক অনুন্নত পর্যায়ে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধারণা করেছিলেন মার্কস। কিন্তু বিজ্ঞানের পরবর্তী উন্নতি সে ধারণাটাকে বিল-কুল বাতিল প্রতিপন্ন করেছে বলা যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুর অন্ততঃ তিনটি সত্তার সম্বন্ধে আমাদেরকে ওয়াকেফহাল করেছে: পজেটিভ—প্রোটন ধর্মী, নেগেটিভ—ইলেকট্রন ধর্মী ও নিউট্রাল—নিউট্রন ধর্মী। বিজ্ঞানের রাজ্যে বস্তুর এই তিনটি মৌলিক সত্তার সাহায্যে যে ঘটনার সৃষ্টি হয় তাতে যে তিনটি শক্তি ক্রিয়াশীল থাকে তা হলো—আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও নিরপেক্ষন। তাছাড়া, পদার্থ বিজ্ঞান এ সত্যও উদঘাটিত করেছে যে, সমধর্মী বস্তুর মধ্যে বিকর্ষন এবং বিপরীত ধর্মী বস্তুর মধ্যে আকর্ষণও ঘটে থাকে। নিরপেক্ষ সত্তাও বস্তুর ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবান্বিত করে। বেশী দূরে নয়, বিগত বিশ্বযুদ্ধ দুটোর ঘটনাবলীর দিকে দৃকপাত করলেই মার্কস প্রদত্ত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অসারতা উপলব্ধি করা যাবে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং নিরপেক্ষ শক্তির বিদ্যমানতা এই উভয় যুদ্ধের ঘটনাপুঞ্জকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। অধিকন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে পুঁজিপতির সঙ্গে সহ-অবস্থান বিলকুল নাজায়েজ। অথচ এর উল্টোটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে বর্তমানকালের সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে প্রকটভাবেই।

ইতিহাসের গতিধারায় সমাজের সামগ্রিক বিবর্তন যে কেবলমাত্র অর্থ নৈতিক সংঘাতের উপরেই নির্ভরশীল নয়, এবং অর্থনীতির প্রভাব যে সমাজের অন্য সব ক্ষেত্রের বিবর্তনের উপর থেকে ক্রমাগত কমে আসছে—এ কথাগুলোর বিশদ ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন আজ আর নাই। কম্যুনিষ্টরা যখন সর্বহারাদের মধ্যে 'শ্রেণী চেতনা' জাগাবার চেষ্টা করেন, তখন দেখা যায়, তারা ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যাদান না করে শ্রমিকদের সামনে কতকগুলো আদর্শ তুলে ধরেন। অদৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে নসীহত করেন। অনাগত কম্যুনিজমের রঙ্গীন স্বর্গের উপাখ্যান সৃষ্টি করেন। কার্লমার্কস, এঙ্গেলস প্রমুখ বিশ্ব পরিচিত চিন্তাবিদরা তাদের পথে মানবতার সেবা করার চেষ্টা করে গেছেন বস্তুবাদীতার কারণে নয়, এক একটি শক্তিশালী 'আদর্শবাদী মন' এর-অধিকারী হওয়ার কারণে।

আসলে সমাজের বিবর্তন শুধু যেমন অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে নির্ভরশীল নয়, তেমনি অন্য কোনো একটি মাত্র বিশেষ অবস্থার উপরেও নির্ভরশীল নয়। সমাজের বিভিন্ন অবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপরেই গোটা সমাজের বিবর্তন নির্ভরশীল। এ জন্যই দেখা যায় যে, প্রকৃতির নিয়মাবলিরও পুনরাবর্তন ঘটে চলেছে। এজন্যই দেখা যায় যে সমাজতন্ত্র একটি স্রেফ বস্তুবাদী আন্দোলন ছাড়া আর কিছুই নয়। এক আন্দোলন শেষ হতে না হতেই পুনরায় আর এক আন্দোলন শুরু হয়। তা সে শ্রেণী সংগ্রামের নামেই হোক, আর প্রতিক্রিয়াশীলদের দমনের নামেই হউক কিংবা রিভিশনিষ্টদের উৎখাত করার বিদ্বেষেই হোক। তখন দেখা যায়—"আন্দোলনটাই সর্বস্ব শেষটা শূন্য।" (বার্নষ্টেইন)।

ইতিহাসের ঘটনাপুঞ্জ নয়, বিজ্ঞানই যেহেতু এই বস্তু-বিশ্লেষনের নিয়ামক এবং যেহেতু এই বস্তু-বিশ্লেষন নিশ্চল নয়, সেহেতু বিজ্ঞানের বিশেষ কোন স্তরের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে বিবর্তনের পথে অনাগত সকল সমাজের রূপরেখা দান বস্তুগত কারণেই সম্ভব নয়। আর এই অসম্ভবটাকেই সম্ভব করার দুশ্চেষ্টা চালাচ্ছেন বস্তুবাদী সমাজকর্মীরা। অথচ বিজ্ঞানের প্রগতিকে তারা রুখতেও পারবেন না—নিয়ন্ত্রিত করতেও পারবেন না। এই প্রগতিতে তাঁরা যে বিশ্বাসী নন—এমনও নয়। তবু, তাঁরা কেন যে বিজ্ঞানের বিশেষ একটি শৈশব অবস্থার আলোকে পথ চলে প্রয়াসী, বোঝা দায়। তেসি শুকধুআন্দোলনের উত্তেজনার আকর্ষণের জন্যই? সমাজের যে স্তরকে অবরোহের পথে শেষ ধরে নিয়ে কম্যুনিষ্টরা যাত্রা শুরু করেছেন, সেটাই শেষ স্তর এবং তাঁদের গন্তব্যস্থলই আরোহীত্বের সর্বোচ্চ স্তর—এ কথার ফ্যালাসীটা তাঁদের কাছে ধরা পড়ুক, এটাই কামনা করি।

(ক্রমশঃ)

কোরআনকরীমের অবশিষ্টাংশ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

যেন না হয় যে, কোরআনী শিক্ষা লাভ করার পর আমরা উহা ভুলিয়া যাই এবং উহার মধ্য হইতে শুধু স্বল্প মাত্রায় কিছু আমাদের নিকট অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

فلق—এর সপ্তম অর্থ নদ-নদীও হইয়া থাকে। এজন্য এই আয়াতের এই অর্থও হইবে যে, আমাদিগকে নদ-নদীর অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর। নদী মানুষের অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ, কিন্তু বন্যা হইলে উহা বিপুল ক্ষতি সাধনও করিয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক জিনিষের ভাল ও মন্দ দিক আছে। এখানে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, মুসলমানদের এই দোওয়া করিতে থাকা উচিত যে, যাহা কিছু আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে দিয়াছেন উহা যেন তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক হয় এবং উহার অকল্যাণ হইতে যেন আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে স্বয়ং রক্ষা করিতে থাকেন।

(ক্রমশঃ)

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত
বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে, বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফায়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কোরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যানে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও পবিত্র হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক বা প্রভূ-ভৃত্যের সম্পর্কের মধ্যে তুলনা পাওয়া যাইবে না।

(এস্তেহার তকমীলে তবলীগ,
১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহদী (আ:)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

The Introduction to the Commentary of the Holy Qur'an		Tk.	8.00
The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	,,	2.00
Jesus in India	,,	,,	2.50
Ahmadiat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	,,	8.00
Invitation to Ahmadiyat	,,	,,	8.00
The New World Order	,,	,,	3.00
The Economic Structure of Islamic Society	,,	,,	2.50
Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	,,	0 62
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	,,	0.50
কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)	টাকা	১.২৫
শান্তির বার্তা	,,	,,	১.০০
ধর্মের নামে রক্তপাত	মির্যা তাহের আহ্‌মদ	,,	২.০০
আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মাদ	,,	১.০০
ইসলামেই নবুয়াত	,,	,,	০.৫০
ওফাতে ঈসা	,,	,,	০.৫০

ইহা ছাড়া :—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র। ১।।০ দেড় টাকার ডাক টিকেট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান হইবে।

প্রাপ্তিস্থান :—

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪ নং বক্‌সি বাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.